সফর মাসে কোন অমঙ্গল নেই

- সম্পদশালী হওয়ার ব্যবস্থাপত্র
- সফরের শেষ বুধবার
- তেরতেযী কিছুই নয়
- আসল অমঙ্গল

উপস্থাপনায়: আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ (দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সফর মাসে কোন অমঙ্গল নেই

আত্তারের দোয়া

হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি এই **"সফর মাসে কোন অমঙ্গল নেই"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করো এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি আমার নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি হবে, যে সবচেয়ে বেশি দুনিয়ায় আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে।[১]

নবী কে আশিকোঁ কি ঈদ হোগী ঈদে মাহশার মে,
কোয়ী কদমোঁ মে হোগা কোয়ী সিনে সে লাগা হোগা।
তেরে দামানে রহমত কি খুলেগি হাশর মে ওস্‌আত,
ওহ আ' আ' কর চুপে গা জু গুনাহগার অউর বুরা হোগা।[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. তিরমিযী, আবওয়াবুল বিতর, বাবু মাজাআ ফি ফযলিস সালাত..., ২/২৭, হাদীস ৪৮৪।
২. ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৮৩ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

‘সফর’ বলার কারণ

ইসলামী বছরের দ্বিতীয় মাস হলো সফরুল মুযাফফর। **‘সফর’** শব্দটি তিনটি অক্ষরের সমষ্টি, আরবী ভাষা যেহেতু অনেক ব্যাপক, তাতে এক এক শব্দের অনেক অর্থ থাকে, অভিধান প্রণেতারা সফরের কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে একটি অর্থ খালি হওয়াও রয়েছে।

আসুন! এরই সামঞ্জস্যতায় সফর মাসকে **‘সফর’** বলার কয়েকটি কারণ জেনে নিই:

(১) আরববাসীদের অভ্যাস ছিলো, তারা সফর মাস শুরু হতেই যুদ্ধ বিগ্রহ ও সফরের জন্য নিজেদের ঘর থেকে বের হয়ে যেতেন, যার কারণে তাদের ঘর খালি হয়ে যেতো, এই কারণেই বলা হয়: صَفَرَ الْمَكَان (অর্থাৎ বাড়ি খালি হয়ে গেলো)।[১]

(২) সফর বলার একটি কারণ এটাও বর্ণনা করে হয় যে, এই মাসে আরববাসীরা বিভিন্ন গোত্রের বিরুদ্ধে আক্রমন করে আর তাদেরকে সাজ সরঞ্জামহীন (Without Possessions) করে দিতো।[২]

(৩) এই মাসে আরববাসীরা ‘সফরিয়া’ নামক শহরে গিয়ে পানাহারের জিনিসপত্র জমা করতো, যার কারণে তাদের ঘর খালি হয়ে যেতো।[৩]

---

১. তাফসীরে ইবনে কসীর, সূরা তাওবা, ৩৬নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/১২৯।
২. লিসানুল আরবী, ১/২২০৪।
৩. উমদাতুল ক্বারী, ৭/১১০, ১৫৬৪নং হাদীসের পাদটিকা।

www.dawateislami.net

সফর মাসের অন্যান্য নাম

আরববাসীরা সফরুল মুযাফফরকে নাজির এবং সফরুস সানিও বলে অভিহিত করতো। আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ুতি শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত: ৯১১হিঃ) বলেন: জাহেলী যুগে মুহাররমের কোন প্রসিদ্ধ নাম ছিলো না বরং একে এবং সফর উভয়কে সাফারাইন বলা হতো। আরবরা রবিউল আউয়াল, রবিউস সানি এবং জামাদিউল উলা, জামাদিউস সানির ন্যায় এই দুই মাসকেও সফরুল আউয়াল এবং সফরুস সানি বলতো।[১] সফর মাস যেহেতু বরকতময় মাস এই কারণেই একে সফরুল মুযাফফর (সফল মাস) ও সফরুল খাইর (কল্যাণময় মাস)ও বলা হয়।

জাহেলী যুগে এই মাসের সাথে আচরন

আরববাসীদের অভ্যাস ছিলো, তারা জাহেলিয়্যতের যুগে (The age ofignorance) মহত্বপূর্ণ মাস সমূহকে পবিত্র ও সম্মানিত জানার পরও যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে বিরত থাকতো না এবং ধোকাবাজি দ্বারা কাজ সমাধা করতো, একটি মাসের মহত্বকে বাদ দিয়ে অপর মাসকে সম্মানিত ঘোষণা করে দিতো, মুহাররমের মহত্বকে সফরের দিকে সরিয়ে দিয়ে মুহাররমে যুদ্ধ বিগ্রহ অব্যাহত রাখতো এবং মুহাররমের পরিবর্তে সফরকে হারাম বানিয়ে নিতো আর যখন এর সম্মানও সরানোর প্রয়োজন হতো তখন এতেও যুদ্ধকে হালাল করে নিতো এবং রবিউল আউয়ালকে হারাম মাস ঘোষণা করে দিতো। এভাবে এই মহত্ব সকল মাসগুলোতে ঘুরতো এবং তাদের এই কর্মপদ্ধতিতে

১. আল মাযহারু ফি উলুমুল লুগাত, ১/৩০০।

www.dawateislami.net

মহত্বপূর্ণ মাসের সতন্ত্রও আর অবশিষ্ট রইলো না। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিদায় হজ্বে ঘোষণা করলেন যে, নাসি এর মাস বিলীন হয়ে গেছে, এখন মাস সমূহের সময় **আল্লাহ পাকের** আদেশ অনুযায়ী সংরক্ষন করা হবে এবং কোন মাস আপন স্থান থেকে সরানো যাবে না।[১]

সফরুল মুযাফফর কিভাবে অতিবাহিত করবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সফর মাসও বছরের অন্যান্য মাসের ন্যায় একটি বরকতময় মাস। সুতরাং এই মাসেও গুনাহ থেকে বিরত থেকে অধিকহারে নেক আমল করুন, নফল রোযা রাখুন, অধিকহারে নফল নামায এবং যিকির দরূদ পাঠ করুন আর সফরুল মুযাফফর সম্পর্কে বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن থেকে যে ওযীফা বর্ণিত হয়েছে তার উপর আমল করুন, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে অসংখ্য কল্যাণ নসীব হবে।

প্রথম রাতের নফল

সফর মাসের প্রথম রাতে ইশার নামাযের পর প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ, চার রাকাত নামায পড়া। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন (قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْن) **১৫**বার এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد) **১১**বার অতঃপর তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ফালাক (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَق) **১৫**বার পড়ুন এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা নাস (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاس) **১৫**বার, সালাম ফিরানো পর কয়েকবার اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْن পাঠ

১. তাফসীরে খাযিন, সূরা তাওবা, ২/২৩৬-২৩৭।

www.dawateislami.net

করবে। অতঃপর ৭০বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে মহান সাওয়াব দান করবেন এবং তাকে সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবে।[১]

রিযিকে বরকত

যে ব্যক্তি সফর মাসের শেষ বুধবার সূরা আলাম নাশরাহ (اَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ), সূরা তীন (وَالتِّیْنِ وَالزَّیْتُوْن), সূরা নাসর (اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْح) এবং সূরা ইখলাস (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد) আশিবার করে পাঠ করবে, সেই মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই اِنْ شَآءَ الله ধনী হয়ে যাবে।[২]

জাওয়াহেরে হামসায় বর্ণিত রয়েছে: তার বয়স বৃদ্ধি (Life extend) করে দেয়া হবে।[৩]

হাজীদের দ্বারা মাগফিরাতের দোয়া করান

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: হজ্ব সম্পাদনকারীরা ক্ষমাপ্রাপ্ত আর হাজীরা যিলহজ্ব, মুহাররম, সফর এবং রবিউল আউয়ালের ২০ দিনের মধ্যে যার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তারও ক্ষমা হয়ে যায়।[৪]

আইয়ামে বীয এর রোযার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের এই মুবারক মাসে অধিকহারে নফল ইবাদত এবং কোরআনে তিলাওয়াতের পাশাপাশি

১. রাহাতুল কুলুব (ফারসী), ৬১ পৃষ্ঠা।
২. লাতায়িফে আশরাফী, ২/২৩১।
৩. জাওয়াহেরে হামসা, ২০ পৃষ্ঠা।
৪. ইহইয়াউল উলুম, ১/৩২৩।

www.dawateislami.net

সাহস করে তিনটি নফল রোযাও রাখা উচিৎ, কেননা রোযা রাখার অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা রয়েছে। সুতরাং অন্যান্য মাসের ন্যায় সফর মাসেও আইয়ামে বীয (অর্থাৎ চন্দ্র মাসের তের (১৩), চৌদ্দ (১৪) এবং পনের (১৫) তারিখ) এর রোযা রাখার চেষ্টা করুন, কেননা ভ্রমনে বা অবস্থানে সর্বদা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি মাসে এই তিনদিনের রোযা শুধু নিজে রাখতেন না বরং সাহাবায়ে কিরামদেরও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর প্রতি উৎসাহিত করতেন। আসুন! প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখার ফযীলত সম্বলিত তিনটি হাদীসে মুবারাকা পড়ি এবং আমলের প্রেরণা সৃষ্টি করি।

(১) হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আবুল আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: যেমনিভাবে তোমাদের মধ্যে কারো নিকট যুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য ঢাল (Shield) থাকে, তেমনিভাবে রোযা হলো জাহান্নাম থেকে তোমাদের ঢাল স্বরূপ এবং প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখা হলো উত্তম রোযা।[১]

(২) হযরত সায়্যিদুনা জারির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রতি মাসে তিনদিন অর্থাৎ তের, চৌদ্দ ও পনেরতম তারিখের রোযা সারা জীবনের রোযার সমান।[২]

(৩) **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রমযানের রোযা ও প্রতি মাসে তিনদিনের রোযা অন্তরের কালিমাকে দূর করে।[৩]

---

১. ইবনে খুযাইমা, ৩/৩০১, হাদীস ২১২৫। ২. নাসায়ী, ৩৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৪১৭।
৩. মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯/৩৬, হাদীস ২৩১৩২।

www.dawateislami.net

সফরুল মুযাফফর সম্পর্কীত মৌলিক বিষয়

সফরুল মুযাফফরের ন্যায় বরকতময় মাস সম্পর্কে অসংখ্য অমৌলিক বিষয় প্রসিদ্ধ রয়েছে। জাহেলী যুগে আরববাসীরা শুধুমাত্র তাদের ভ্রান্ত ধারনার কারণে একে অপয়া (অলক্ষুণে) মনে করতো। যেমনটি হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত: ৮৫৫হিঃ) বলেন: জাহেলী যুগে (অর্থাৎ ইসলামের পূর্বে) সফর মাস সম্পর্কে মানুষ বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তিকর চিন্তাভাবনাও (Sceptical thoughts) পোষন করতো যে, এই মাসে বিপদাপদ অনেক বেশি আসে, এই কারণে তারা সফর মাস আসাকে অশুভ (Ominous) মনে করতো।[১] **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সফরুল মুযাফফর সম্পর্কে এই বিভ্রান্তিকর চিন্তাভাবনাকে ভ্রান্ত ঘোষণা করে ইরশাদ করেন: "لَا صَفَرَ" অর্থাৎ "সফর কিছুই না"।[২]

হযরত আল্লামা মাওলানা শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত:১০৫২হিঃ) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন: জনসাধারন একে (অর্থাৎ সফর মাসকে) বালা (বিপদ), দূর্ঘটনা এবং আপদ অবতীর্ণ হওয়ার সময় ঘোষণা দিতো, এই বিশ্বাস ভ্রান্ত, এর কোন বাস্তবতা নেই।[৩]

সফরুল মুযাফফর মাস ও আমাদের সমাজ

এই আধুনিক যুগেও সফরুল মুযাফফর মাসের অমঙ্গল সম্পর্কে মানুষের মাঝে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি শেষ হয়নি বরং যখনই এই বরকতময় মাসের আগমন হয়, তখন অমঙ্গলের বিভ্রান্তিকর সন্দেহের

১. উমদাতুল কারী, ৭/১১০, ১৫৬৪নং হাদীসের পাদটিকা।
২. বুখারী, ৪/২৪, হাদীস ৫৭০৭। ৩. আশিয়াতুল লুমআত, ৩/৬৬৪।

www.dawateislami.net

অনেক মূর্খের কাছ থেকে এই পবিত্র মাস সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত ধারনা সম্বলিত বার্তা প্রসার করে এবং এই মাসকে খুবই অলুক্ষনে মনে করা হয় যে, ❋ এই মাসে নতুন ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করা উচিৎ নয়, ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, ❋ সফর করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ, এক্সিডেন্টের সম্ভাবনা রয়েছে, ❋ বিয়ে করো না, কন্যাদান করো না, কেননা এতে ঘর উজাড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ❋ এরূপ লোক বড় ব্যবসায়িক লেনদেন করে না, ❋ এ ঘর থেকে বাইরে আসা যাওয়া কমিয়ে দেয়, এই ধারনায় যে, বিপদ অবতীর্ণ হচ্ছে, ❋ নিজের ঘরের প্রত্যেকটি পাত্র এবং মালামাল ভালভাবে ঝাড়ু দেয়, ❋ অনুরূপভাবে যদি কারো ঘরে এই মাসে মৃত্যু হয় তবে একে অলুক্ষণে মনে করা হয়, ❋ আর যদি সেই পরিবারের সাথে নিজের ছেলে বা মেয়ে বিবাহের কথা পাকাপাকি হয় তবে তা ভেঙ্গে দেয়া হয়।

সফরকে অলক্ষুণে মনে করা অজ্ঞতা

সদরুশ শরীয়া হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সফর মাসকে মানুষ অলক্ষুণে হিসাবে জানে, এই মাসে তারা বিয়ে শাদী করেনা, কন্যাদান করেনা, এ ধরনের আরো অনেক কাজ থেকে তারা বিরত থাকে এবং সফর করাকে পছন্দ করেনা, বিশেষ করে সফর মাসের প্রথম তেরটি দিনকে অনেক বেশি অলক্ষুণে বলে মনে করতো আর একে তেরাতেযী বলা হতো, এসব হলো অজ্ঞতাজনিত কথা।[১]

১. বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, ৩/৬৪৯।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই শরীয়াত পরিপন্থি, আমাদের এ থেকে তাওবা করা উচিৎ। ইসলামে কখনোই কোন মাস, কোন দিন এবং কোন তারিখ অলক্ষুনে নয় বরং প্রত্যেক মাস, দিন ও তারিখ **আল্লাহ পাকে**রই সৃষ্ট আর তিনি এর মধ্যে কেনটিই অলক্ষুণে বানাননি। আমাদের নিজেদেরও এই বিভ্রান্তিকর চিন্তাভাবনা থেকে বাঁচা উচিৎ আর যদি কাউকে এসব বিষয়ে লিপ্ত পাই তবে তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করা উচিৎ।

করেঁ না তঙ্গ খেয়ালাতে বদ কভী, করে
শুউর ও ফিকর কো পাকিযগী আতা ইয়া রব[১]

"তেরাতেযী" এর শরয়ী বাস্তবতা

সফরুল মুযাফফরের সম্পূর্ণ মাসই অলুক্ষনে হওয়ার ধারনা তো ব্যাপকই, তবে বিশেষকরে এর প্রথম তের দিন এবং এই মাসের শেষ বুধবারের ব্যাপারেও অনেক শরীয়াত বিরোধী বিষয় প্রসিদ্ধ রয়েছে, যেমন প্রথম তেরদিন ছোলা বা গম সিদ্ধ করে নিয়াজ (ফাতিহা) (Conveying of reward) দেয়া হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যক সূরা মুযাম্মিল খতম দেয়া হয়। সমুদ্র সৈকতে আটার গুটি বানিয়ে মাছদেরকে দেয়া হয়। এই সকল বিষয়ের পেছনে মানুষের এরূপ ধারনা রয়েছে যে, সফর মাসে যে বিপদাপদ অবতীর্ণ হয়, এই কাজগুলো করাতে সেই বিপদাপদ দূর হয়ে যায়। মনে রাখবেন! বিপদাপদ ও পরীক্ষা **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে আসে আর এর জন্য কোন দিন বা মাস নির্দিষ্ট নয় বরং যার হকে পরীক্ষা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে তা তার নিকট আসবেই,

১. ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

এবার তা সফর মাসে হোক বা বছরের অন্য কোন মাসে, তাছাড়া এই বিষয়টিও মনে গেঁথে নিন যে, কোরআন খানি বা নিয়াজ ফাতিহা করা একটি মুস্তাহাব কাজ আর প্রত্যেক হালাল রিযিক দ্বারা প্রতি মাসের যেকোন তারিখ ও যেকোন সময়ে করা যাবে কিন্তু বিশেষ সন্দেহের ভিত্তিতে এটা মনে করা যে, যদি তেরাতেযীর ফাতিহা না করা হয় এবং ছোলা সিদ্ধ করে বন্টন করা না হয় তবে পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি উপার্জনে প্রভাব পড়বে বা পরিবার বিপদের সম্মুখিন হবে, এই দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি ভিত্তিহীন ও অমূলক।

সফরের শেষ বুধবার ও অমঙ্গল

প্রথম তেরদিন ছাড়াও সফরুল মুযাফফর মাসের শেষ বুধবার সম্পর্কেও অসংখ্য ভ্রান্ত ব্যাপার প্রসিদ্ধ রয়েছে, যেমনটি বাহারে শরীয়াতে রয়েছে: সফর মাসের শেষ বুধবার ভারত উপমাহদেশে অধিকহারে পালন করা হয়, লোকেরা নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়, আনন্দ ভ্রমণ ও শিকারে বের হয়, পুরি বানায় এবং গোসল করে আনন্দ উদযাপন করে আর বলে: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দিনে সুস্থতার গোসল করেছিলেন এবং মদীনা শরীফের বাইরে সফরের জন্য তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। এসব কথা ভিত্তিহীন, বরং এই দিনগুলোতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রোগ প্রবল আকার ধারণ করে ছিলো, এসব কথা বাস্তবতা বিরুদ্ধ (অর্থাৎ মিথ্যা) এবং কেউ কেউ বলে থাকে: এই দিনে বালা-মুসিবত অবতীর্ণ হয় এবং এই ধরনের আরো অনেক কথা বলা হয়ে থাকে, সবই ভিত্তিহীন।[১]

১. বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, ৩/৬৫৯।

www.dawateislami.net

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সফর মাসের শেষ বুধবার সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন: বুধবার উদযাপন করা পুরোপরি ভিত্তিহীন। وَاللهُ اَعْلَمُ [১]

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কিছু লোক সফর মাসের শেষ বুধবার খুশি উদযাপন করে থাকে যে, অমঙ্গলের মাস চলে যাচ্ছে, এটাও ভ্রান্ত।[২]

সফর মাস ও ইসলামী শিক্ষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই সকল বর্ণনা পাঠ করে সফরুল মুযাফফরকে অলক্ষুণে মনে করার সন্দেহ দূর হয়ে যাওয়া উচিৎ, যদি আমাদের মন ও মননে কখনো এমন কুমন্ত্রণা আসে তবে সেই দিকে মনোযোগ দিবেন না বরং ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করুন।

(তাফসীরে) **রুহুল বয়ানে** রয়েছে: সফর ইত্যাদি যেকোন মাস বা বিশিষ সময়কে অলক্ষুণে মনে করা সঠিক নয়, সকল সময়ই **আল্লাহ পাকে**র বানানো এবং এতে মানুষের আমল সংগঠিত হয়। যে সময়ে মুমিন বান্দা **আল্লাহ পাকে**র আনুগত্য ও বান্দেগীতে লিপ্ত হয়, সেই সময় বরকতময় আর যে সময় **আল্লাহ পাকে**র অবাধ্যতা করে, সেই সময় তার জন্য অলক্ষুণে। **আসলে মূল অমঙ্গল তো গুনাহেই বিদ্যমান।**[৩]

---

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২২/২৪০।
২. মিরাতুল মানাজিহ, ৬/২৫৭।
৩. তাফসীরে রূহুল বয়ান, সূরা তাওবা, ৩/৪২৮।

www.dawateislami.net

আসল অমঙ্গল হলো গুনাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম, সফরুল মুযাফফর মাস সম্পর্কে জনসাধারনের মাঝে ছড়িয়ে পড়া ভ্রান্ত ধারনার বাস্তবতার সাথে কোন সম্পর্ক নেই বরং এটি শুধুমাত্র বিভ্রান্তিকর ভাবনা এবং ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের পরিনতি। আসলে অমঙ্গল তো গুনাহের মধ্যেই, এখন চাই তা সফর মাসে করা হোক বা বছরের অন্য যেকোন মাসে করা হোক, কেননা অমঙ্গলকে কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাথে যেমন সফরুল মুযাফফরের সাথে বিশেষায়িত মনে করা একেবারেই ভূল, সর্ব সময়ই **আল্লাহ পাকে**রই সৃষ্ট, এতেই মানুষের কর্ম হয়ে থাকে, অতএব যে সময় মুমিন বান্দা **আল্লাহ পাকে**র আনুগত্যে অতিবাহিত করে সেই সময় তার জন্য বরকতময় আর যে সময়কে বান্দা **আল্লাহ পাকে**র অবাধ্যতায় অতিবাহিত করে সেই সময় তার জন্য অমঙ্গলময় সময়। অমঙ্গল তো আসলে **আল্লাহ পাকে**র অবাধ্যতায় বিদ্যমান।[১]

হায়! নাফরমানিয়াঁ বদকারীয়াঁ বে বাকিয়াঁ,
আহ! নামে মে গুনাহোঁ কি বড়ি ভরমার হে।
বান্দায়ে বদকার হোঁ বে হদ জলীল ও খোয়ার হোঁ,
মাগফিরাত ফরমা ইলাহী! তু বড়া গাফফার হে।[২]

সফর সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর চিন্তা ভাবনা কিভাবে দূর হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিভ্রান্তিকর ভাবনা এবং কুসংস্কার এই দু'টি খুবই মারাত্মক রোগ, কিন্তু এমনও নয় যে, একে পিছু

১. লাতায়িফুল মাআরিফ, ৮৩ পৃষ্ঠা।
২. ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৭৮-৪৭৯ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

ছাড়ানো কষ্টকর, যদি আমরা **আল্লাহ পাকে**র সত্তা এবং **তাঁর** দয়ার প্রতি ভরষা রাখি আর কুসংস্কারের কারণ সমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে প্রতিকার শুরু করি, তবে এই রোগ থেকে মুক্তি অর্জিত হতে পারব, আসুন! এ ব্যাপারে কিছু কারণ এবং প্রতিকারের পদ্ধতি অবলোকন করুন এবং এর উপর আমল করার চেষ্টা করুন।

(১) কুসংস্কারের প্রথম কারণ হলো, ইসলামী আকীদা সম্পর্কে অজ্ঞতা। এর প্রতিকার হলো, **আল্লাহ পাকে**র লিখিত তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস রেখে এরূপ মানসিকতা বানিয়ে নিন যে, মঙ্গল ও অমঙ্গল **আল্লাহ পাক তাঁর** অনন্ত জ্ঞান অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যেমন হওয়ার ছিলো এবং যেভাবে করার ছিলো, **তাঁর** জ্ঞান দ্বারা জেনেছেন এবং তাই লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। এবার যদি সফর মাস বা অন্য যেকোন দিনে বা মাসে কোন বিপদ এসে গেলো, তবে আমাদের প্রথমেই মানসিকতা বানিয়ে নিতে হবে যে, এই বিপদ ও দুঃখ আমার তাকদীরে লিখা ছিলো, কোন কিছুর অমঙ্গলের কারণে এরূপ হয়নি।

(২) কুসংস্কারের দ্বিতীয় কারণ তাওয়াক্কুল অর্থাৎ **আল্লাহ পাকে**র সত্তার প্রতি পরিপূর্ণ ভরষা না থাকা। এর প্রতিকার হলো যে, যখন মনে কোন কিছু সম্পর্কে কোন ধারনা সৃষ্টি হয় তখন **আল্লাহ পাকে**র প্রতি তাওয়াক্কুল করুন। اِنْ شَآءَ الله এই ধারনা মন থেকে চলে যাবে।

(৩) কুসংস্কারের তৃতীয় কারণ এর ধ্বংসযজ্ঞতা এবং ক্ষতি সম্পর্কে না জানা, কেননা বান্দা যখন কোন জিনিষের ক্ষতি সম্পর্কেই অবহিত নয়, তবে তা থেকে বাঁচবে কিভাবে? এর প্রতিকার হলো,

www.dawateislami.net

হাদীসে মুবারাকা এবং বুযুর্গদের বাণীর আলোকে কুসংস্কারের ধ্বংসযজ্ঞতা এবং ক্ষতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করা এবং এর প্রতি চিন্তাভাবনা করে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করা।

(৪) কুসংস্কারের চতুর্থ কারণ ভাল লক্ষণ গ্রহন না করা বা ভাল লক্ষণ অবলম্বন করার প্রতি মনোযোগ না দেয়া এবং এর মৌলিক জ্ঞান না থাকা। খারাপ লক্ষনের প্রতি আমল করাতে যেহেতু শরীয়াত নিষেধ করে এবং ভাল লক্ষণ গ্রহন করা শরয়ীভাবে মুস্তাহাব। তাই খারাপ লক্ষণ থেকে বাঁচার জন্য ভাল লক্ষণ গ্রহন করার অভ্যাস করুন।

কুসংস্কার দূর করার একটি পদ্ধতি হলো, অধিকহারে যিকির আযকার ও ওযীফ পাঠ করা। কুসংস্কারের প্রতিকার সম্পর্কে বলতে গিয়ে আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই ধরনের (অর্থাৎ কুসংস্কার ইত্যাদি) বিপদজনক কুমন্ত্রণা যখনই সৃষ্টি হয় এর জন্য কোরআনে করীম ও হাদীস শরীফ থেকে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ও অধিক উপকারী দোয়া লিপিবদ্ধ করছি, এগুলো এক একবার (চাইলে আরো বেশিবার) আপনি এবং আপনার পরিবারের সদস্যরা পাঠ করে নিন। যদি মন দৃঢ় হয়ে যায় এবং সেই কল্পনা চলে যায় তবে ভাল অন্যথায় যখন সেই কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হবে তখন এক একবার পাঠ করে নিন এবং বিশ্বাস রাখুন যে, **আল্লাহ পাক** ও তাঁর রাসূলের ওয়াদা সত্যি আর অভিশপ্ত শয়তানকে ভয় করা মিথ্যা। কয়েকবার করাতে **আল্লাহ পাকের**

www.dawateislami.net

সাহায্যে সেই কল্পনা একেবারেই শেষ হয়ে যাবে এবং একেবারেই এর দ্বারা কোন প্রকার ক্ষতি হবে না। দোয়াগুলো হলো:

(১) حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿۱۷۳﴾ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** '**আল্লাহই** আমাদের জন্য যথেষ্ট আর (তিনি) কতোই না উত্তম ব্যবস্থাপক!)[১]

(২) اَللّٰهُمَّ لَا طَيْرَ اِلَّا طَيْرُكَ وَلَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ (অর্থাৎ হে **আল্লাহ**! তোমার ফালই (লক্ষণ) হলো ফাল এবং তোমার কল্যাণই হলো কল্যাণ আর তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই)।[২]

"অশুভ প্রথা" কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুসংস্কার সম্পর্কে বিস্তারিত জানা এবং এই মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তির জন্য মাকতাবাতুল মদীনার ৯৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"অশুভ প্রথা"** কিতাবটি অধ্যয়ন করুন। **আল্লাহ পাক** তৌফিক দিলে তবে অধিকহারে কিনে বন্টনও করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও কিতাবটি পাঠ করতে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্টআউটও (Print Out) করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৩।
২. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৬৪৫।

সফর মাসে সংঘটিত হওয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা

☆ প্রথম হিজরী সনের **সফরুল মুযাফ্ফর** মাসে হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে খাতুনে জান্নাত হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর শাদী মোবারক হয়।[১] ☆ সপ্তম হিজরী সনের **সফরুল মুযাফফর** মাসে মুসলমানদের হাতে খাইবার বিজয় হয়।[২] ☆ সাইফুল্লাহ খ্যাত হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ, হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস এবং হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন তালহা আবদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ প্রমূখ অষ্টম হিজরীর **সফরুল মুযাফফর** মাসে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করেন।[৩] ☆ মাদায়িন (যেখানে কিসরার প্রাসাদ ছিলো) বিজয় হয় ষোড়শ হিজরীর **সফরুল মুযাফফর** মাসেই।[৪]

এখনও কি আপনারা সফর মাসকে অলক্ষুণে বলে মনে করবেন?

অবশ্যই না।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

উম্মে আত্তার

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর আম্মাজান একজন নেককার ও পরহেযগার মহিলা ছিলেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর বড় ভাইয়ের ওফাতের কিছুদিন পরেই ১৭

১. আল কামিলু ফিত তারীখ, ২/১২।
২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/৩৯২।
৩. আল কামিলু ফিত তারীখ, ২/১০৯।
৪. আল কামিলু ফিত তারীখ, ২/৩৫৭।

www.dawateislami.net

সফরুল মুযাফফর ১৩৯৮ হিজরীতে তাঁর প্রিয় আম্মাজান ইন্তিকাল করেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আম্মাজান বৃহস্পতিবার রাতে ইন্তিকাল করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه কলেমায়ে তৈয়্যবা ও ইস্তিগফার পাঠ করার পর মুখ বন্ধ হয়। গোসল দেয়ার পর চেহারা খুবই আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো। মাটির যে অংশে রূহ কবয হয়েছিলো, সেখানে কয়েকদিন পর্যন্ত সুগন্ধ ছিলো এবং বিশেষকরে রাতের সেই অংশে যখন ইন্তিকাল হয়েছিলো, বিভিন্ন সুগন্ধময় বাতাস আসতো। আমি তৃতীয় দিবসে সকাল বেলা কয়েকটি গোলাপ ফুল নিয়ে নিজের হাতেই আম্মাজানের কবরে দিয়েছি, যা সন্ধ্যা পর্যন্ত সতেজ ছিলো। বিশ্বাস করুন! এতে এমন আশ্চর্যজনক মনোরম সুবাস ছিলো যে, আমি কখনোই গোলাপ ফুলে এমন সুগন্ধ পাইনি, না এখন পর্যন্ত পেয়েছি বরং কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত সেই সুবাস আমার হাতেও ছিলো।

তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আরো বলেন: এসব **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামীর সদকা, যার উপর **রাসুলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় ও মনমুগ্ধকর দয়ার দৃষ্টি পড়ে যায়, তা জাহেরী ও বাতেনী সুবাসে সুবাসিত হয়ে যায়, অতঃপর তার সুবাসে একটি জগত সুবাসিত হয়ে যায়।

চাহে খোদা তো পায়েঙ্গে ইশকে নবী মে খুলদ,
নিকলি হে নামায়ে দিলে পুর খুয়াঁ মে ফালে গুল (হাদায়িকে বখশীশ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আম্মাজান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهَا এর প্রতি **আল্লাহ পাকের** কিরূপ দয়া যে, তাঁর ওফাত কলেমা তৈয়্যবা এবং ইস্তিগফার পাঠ করার পর হলো। **প্রিয় নবী,**

রাসূলে আবরী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার শেষ বাক্য لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ (অর্থাৎ কলেমা তৈয়্যবা) হলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"(১)

উন কি তুরবত পে বারিশ হো আনওয়ার কি,
মওলা রুতবা বাড়া উম্মে আত্তার কা।
তেরা ঘর খেদমতে দীঁ কা মারকায বানা,
হাম পে এহসান হে তেরে আত্তার কা।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১. আবু দাউদ, ৩/২৫৫, হাদীস ৩১১৬।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সফর কিছুই না

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সফরুল মুযাফফর সম্পর্কে এই বিভ্রান্তিকর চিন্তাভাবনাকে ভ্রান্ত ঘোষণা করে ইরশাদ করেন: "لَا صَفَرَ" অর্থাৎ "সফর কিছুই না"।

(বুখারী, ৪/২৪, হাদীস ৫৭০৭)

হযরত আল্লামা মাওলানা শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ (ওফাত:১০৫২হিঃ) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন: জনসাধারন একে (অর্থাৎ সফর মাসকে) বালা (বিপদ), দূর্ঘটনা এবং আপদ অবতীর্ণ হওয়ার সময় ঘোষণা দিতো, এই বিশ্বাস ভ্রান্ত, এর কোন বাস্তবতা নেই।

(আশিয়াতুল লুমআত, ৩/৬৬৪)

গুনাহো কি নহুসত বাড় রহি হে দম বদম মাওলা!
ম্যায় তাওবা পর নেহী রেহ পা-রাহা সাবেত কদম মাওলা!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৭ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net